১.

পূর্ববঙ্গের সুন্দরবন সংলগ্ন এই অঞ্চলে বড়ো এক এলাকা জুড়ে তিনটে পাকা বাড়ি– ২১ বিঘার, তার মধ্যে একটা যমজ। ভেতরে-বাইরে চারটি পুকুর, সামনেরটিকে দিঘিও বলা যায়। তার পরেই যশোরেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং সংলগ্ন মন্দির মাঠ, হাটখোলা, ত্রিকোণ পুকুর, পশ্চিমে বিশাল দিঘি আর ফুলবাগানসহ ২৫ বিঘার ফলদ বাগান। এই হলো চট্টোপাধ্যায় (অধিকারী) পরিবারের বর্তমান বাসস্থান। এঁরা প্রাচীনকালে অধুনা সিন্ধু প্রদেশের তক্ষশীলা বিদ্যাপীঠের 'উপাধ্যায়' উপাধি নিয়ে অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন। অতঃপর দক্ষিণ ভারতের উজ্জয়িনী হয়ে তৎকালীন এই বঙ্গীয় বদ্বীপে এসে থিতু হয়েছিলেন। প্রায় ৪৫০ বছর ধরে এঁদের বসবাস এই ঈশ্বরীপুরে (তৎকালীন যশোহর রাজ্যের রাজধানী ধুম্রঘট্ট)। পরে এর নাম হয় যশোরেশ্বরীপুর। কালক্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে– ঈশ্বরীপুর।

বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম স্বাধীনচেতা রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের মন্ত্রগুরু এবং দেওয়ান ছিলেন এই চট্টোপাধ্যায় বংশের পূর্বপুরুষ জয়কৃষ্ণ ও তাঁর ভাই। তারপর নানা রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পরও এই পরিবারটির শিকড় এতোটুকু মাটিছাড়া হয়নি। এমনই এক পরিবারে জন্ম নেওয়া একটি শিশু, কালের প্রহারে সে হয়তো বড়ো হবে অথবা অকালে ঝরে যাবে– এটাই তো স্বাভাবিক। যা-ই হোক না কেনো, এই এলাকা এবং পরিবারের চালচিত্রে সে কীভাবে বেড়ে উঠছে– সেটা অন্তরাল থেকে দেখেছি। স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করার আগে সেই সময়ের স্মৃতিমাখা গল্পগাথাটি বলার চেষ্টা করা যেতেই পারে। তাই নাতিদীর্ঘ সত্যাশ্রয়ী সেই কাহিনির দৃশ্যপটটি এখন শব্দবন্ধে আঁকার চেষ্টা করি।

২.

দেশবিভাগের অব্যবহিত আগেই শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর কোলে জন্ম নিলো তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান– একটি পুত্র।

নামকরণ হলো– জয়ন্ত কুমার। ডাকনাম– খোকন। জন্ম রবিবারে, সে জন্যে গ্রামের মানুষ ডাকত– রবিবাবু। গাত্রবর্ণ অন্যান্য ভাইবোনের মতো গৌর নয়, একটু শ্যাম। এ নিয়ে মা স্নেহলতা দেবী কী বলতেন, সেটা খোকন পরে বলবে নিশ্চয়।